৪২তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. সঠিক বানান নয় কোনটি?

ক. ধরণি খ. মূর্ছা

গ. গুণ ঘ. প্রানী **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ- এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- ধরণি, বিভীষণ, ভীষণ, ভাষণ, সমীরণ। ঋ, র, ষ- এর পরে স্বরধ্বনি- হ, য়, ব, ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- হরিণ, প্রাণী, ক্ষীয়মাণ, ব্রাক্ষণ। কিছু শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: গুণ, পুণ্য, আপণ, নিক্বণ, পিণাক, গণনা, পণ্য, লবণ, কল্যাণ, মণি, বিপণি। মূর্ছা- সংস্কৃত শব্দ, অর্থ-অচৈতন্য অবস্থা।

২. বাঙালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?

ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা

গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

বাংলা উপভাষা পাঁচ প্রকার। যথা- ক) রাঢ়ী উপজেলা: এই উপভাষা অঞ্চল নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান জেলা। খ) বরেন্দ্র উপভাষা: মালদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহীসহ উত্তর-পশ্চিম বাংলা। গ) ঝাড়খন্ডী উপভাষা: বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমসহ ঝাড়খন্ডের কিছু অংশ। ঘ) রাজবংশী উপভাষা: উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসামের কিছু অংশ, ধুবড়ী জেলা ও বাংলাদেশের রংপুর বিভাগ। বঙ্গালী উপভাষা: বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

৩. 'সবুজপত্র' পত্রিকাটির সম্পাদক কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরখ. শেখ ফজলল করিম

গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: রাজর্ষি, নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, চার অধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' রচনা করেন। 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক?' বিখ্যাত কবিতার রচয়িতা শেখ ফজলল করিম। মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন। গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'সবুজপত্র' (১৯১৪) সাহিত্য পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন । তার বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ- 'বীরবলের হালখাতা' তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা। তার রচিত গল্পগ্রন্থ- চার ইয়ারী কথা, নীললোহিত, আহুতি ও গল্পসংগ্রহ।

৪. 'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?

ক. তৎসম খ. তদ্ভব

গ. ফারসি ঘ. তুর্কি **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তৎসম শব্দ: সূর্য, চন্দ্র, গৃহিণী, স্বামী, সুড়ঙ্গ, নক্ষত্র, ক্ষুধা, চর্মকার, ষোড়শ, সন্ধ্যা, বধূ। তদ্ভব শব্দ: সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় পরিণত শব্দ। যেমন- সাঁঝ, বৌ, চাঁদ, চামার, ষোল, চাকা, পাথর, হাত, মা, কাজ, বছর, দাঁত, সাপ। ফারসি শব্দ: নমুনা, শালগম, সওদাগর, সফেদ, সবুজ, সাদা, পোশাক, আতশবাজি, জবানবন্দি, বরফ, কারিগর, কারবার, কারসাজি, গোলাপ, গালিছা। তুর্কি শব্দ: উজবুক, চাকু, বন্দুক, বারুদ, মুচলেকা, লাশ, কুর্ণিশ, চকচক, তালাশ-কাঁচি, সওগাত, তকমা।

৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নভেল কোনটি?

ক. ক্রীতদাসের হাসিখ. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

গ. কান্নাপর্ব ঘ. প্রদোষে প্রাকৃতজন**উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনকে ব্যঙ্গ করে রচিত উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি।' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তাতারী। এই উপন্যাসের জন্য শওকত ওসমান ১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। শওকত আলী রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। এ উপন্যাসে সেন রাজাদের শাসনামল ও তুর্কিদের আক্রমণের সমকালীন অবস্থা আলোচিত হয়েছে। 'কান্নাপর্ব'- আহমাদ মোস্তফা কামাল রচিত উপন্যাস। 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'- লেখক শহীদুল জহির রচিত উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর দেশে রাজাকারদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতা এ উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়।

৬. বাক্যের দুটি অংশ থাকে-

ক. প্রাসাদগুণ, মাধুর্যগুণখ. উপমা, অলংকার

গ. উদ্দেশ্য, বিধেয় ঘ. সাধু, চলিত **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

কাব্যগুণ তিন প্রকার। যথা- ক) মাধুর্যগুণ। খ) ওজঃ গুণ গ) প্রসাদগুণ।

উপমা: দুটি ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপনই উপমা। যেমন- আপনি গ্রীষ্মের দিনের মতো।

অলংকার: কাব্যের শব্দধ্বনিকে শ্রুতিমধুর ও অর্থধ্বনিকে হৃদয়গ্রাহী ও রসাপ্লুত করে। অলংকার ২ প্রকার। যথা- ১। শব্দালংকার ২। অর্থালংকার। বাক্যের প্রধান দুটি অংশ- উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার সম্পর্কে বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং যা বলা হয় তাই বিধেয়। বাংলা ভাষার লেখ্যরূপ ২টি। যথা- সাধু ও চলিত।

৭. 'কিত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়-

ক. যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন

খ. স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রকৃতির রূপ

গ. লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি

ঘ. দেশবিভাগজনিত জীবন যন্ত্রণা **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

যন্ত্রনাদগ্ধ শহরজীবন নিয়ে কবিতা রচনা করেন শামসুর রহমান। 'প্রথমগান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' 'রৌদ্র করোটিতে' তার রচিত কাব্যগ্রন্থ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে স্নিগ্ধ-শ্যামল

গ্রামীণ প্রকৃতির রূপ ফুটে উঠেছে। রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসে দেশভাগজনিত জীবন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন রচিত 'কিত্তনখোলা' নাটকে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে।

৮. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন?

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত

গ. হিন্দি ঘ. অস্ট্রিক **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

বাংলার আদি অদিবাসীগণ ছিলেন অস্ট্রিক। তাদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিকদের পরে এ অঞ্চলে আসে দ্রাবিড় ভাষী মানুষ। এরপর আর্যরা এ অঞ্চলে এসে প্রভূত্ব করে। আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা। আর বৈদিক ভাষা থেকেই আসে সংস্কৃত ভাষা।

৯. মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য-

ক. চন্দ্রাবতী খ. পদ্মাবতী

গ. মধুমালতী ঘ. লায়লী মজনু **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙালি কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর রোমান্টিক প্রণয়কাব্য 'চন্দ্রাবতী' রচনা করেন। হিন্দি কবি ঘনঝন.... রচিত 'মধুমালত'- কাব্য থেকে সৈয়দ হামজা 'মধুমালতী' অনুবাদ করেন। চট্টগ্রামের নিজাম শাহ সুর এর পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত উজির বাহরাম খান জামীর ফারসি কাব্য 'লায়লা ওয়া মাজনুন' থেকে লায়লি-মজনু, কাব্যটি অনুবাদ করেন। কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় মহাকবি আলাওল 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮) কাব্যটি রচনা করেন। এটি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচিত।

১০. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি?

ক. সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

খ. মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ

গ. কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল

ঘ. জায়া ও পতি = দম্পতি **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ মিলে যে সমাস হয় এবং পরপদ তথা বিশেষ্য অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- মহান যে পুরুষ-মহাপুরুষ। আর ব্যাস বাক্যের মধ্যপদ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন-সিংহ চিহ্নিত আসন-সিংহাসন। সাধারণ গুণবাচক পদের সাথে উপমান তথা তুলনীয় বস্তুর যে সমাস , তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- কুসুমের মতো কোমল-কুসুমকোমল। যে সমাসের উভয়পদ বিশেষ্য এবং উভয় পদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাই দ্বন্দ্ব সমাস। ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর থাকে। যেমন- জায়া ও পতি = দম্পতি।

১১. কোনটি শুদ্ধ নয়?

ক. যন্ত্রনা খ. শূদ্র

গ. সহযোগিতা ঘ. স্বতঃস্ফূর্ত **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

তৎসম শব্দে ঋ, র, র-ফলা এর পর মূর্ধন্য- ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন- যন্ত্রণা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান: নিষ্টণ্টক, পুষ্করিণী, হিরণ্ময়, শীর্ণ, নিরীক্ষণ, প্রণয়িনী, ক্ষীণজীবী, প্রাণিবাচক, উত্তীর্ণ।

১২. 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে-

ক. প্রবাদ-প্রবচন খ. এককথায় প্রকাশ

গ. ভাবসম্প্রসারণ ঘ. বাক্য সংকোচন**উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

একাধিক শব্দের ভাবকে একশব্দে প্রকাশই বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ। যেমন- হরণ করার ইচ্ছা- জিহীর্ষা। ভাবসম্প্রসারণ হলো- অর্থপূর্ণ ভাবঘন বাক্যকে সার্থক ও সুসঙ্গত প্রসারণ। প্রবাদ-প্রবচণ হলো লোক পরম্পরাগত বিশেষ উক্তি, যাতে গভীর জীবনবোধ লুকিয়ে আছে।

১৩. 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি -প্রত্যয় কোনটি?

ক. কৃষ্ +তি খ. কৃষ্ + টি

গ. কৃ + ইষ্টি ঘ. কৃষ্ + ইষ্টি **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

তি/ক্তি যোগে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ: √কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, √বচ্+ ক্তি = উক্তি, √গৈ + ক্তি = গীতি, √রূহ্ + তি = রূঢ়ি, √গম্ + তি = গতি, √ভজ্ + ক্তি = ভক্তি।

১৪. আমার জ্বর জ্বর লাগছে- জ্বর জ্বর শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে-

ক. দ্বিরুক্তি শব্দ খ. সমার্থক শব্দ

গ. যুগ্ম শব্দ ঘ. শব্দদ্বিত্ব **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

শব্দদ্বিত্ব বা দ্বিরুক্ত শব্দ তিন ধরণের। যথা: ১। অনুকার দ্বিত্ব। ২। ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব। ৩। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব। অনুকার দ্বিত্ব: কাছাকাছি চেহারার একটি অর্থপূর্ণ ও একটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে গঠিত। যেমন- শেষ-মেষ, বুদ্ধি-শুদ্ধি, আম-টাম। ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব: কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব দ্বিত্ব শব্দ তৈরি হয়। যেমন- ভেউ ভেউ (কান্নার ধ্বনি), হিহি, ট্যা ট্যা, কড়কড় (বজ্রের ধ্বনি), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ), পুনরাবৃত্তি দ্বিত্ব: পুনরায় আবৃত্ত দ্বিত্ব। যেমন- ভালো ভালো (কথা), ঝাঁকে ঝাঁকে (পাখি)। জ্বর জ্বর (সামান্য জ্বর)।

১৫. মানুষের দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে-

ক. বাক প্রত্যঙ্গ খ. অঙ্গধ্বনি

গ. স্বরতন্ত্রী ঘ. নাসিকাতন্ত্র **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

বাক প্রত্যঙ্গ সমূহ: দন্তমূল, তালু, আলজিভ, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, দাঁত, মুখগহব্র, ফুসফুস, নাসারন্ধ্র, নাসিকা, জিভ।

১৬. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?

ক. পদাবলী খ. গীতগোবিন্দ

গ. চর্যাপদ ঘ. চৈতন্যজীবনী **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্দশণ, বৈষ্ণব পদাবলী'। পদাবলি হলো বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক বিদ্যাপতি পদাবলির প্রথম রচয়িতা। বাংলা পদাবলির প্রথম রচয়িতা চন্ডিদাস। সংস্কৃত কবি জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে ১২ শতকে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। ধর্ম প্রচারক চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ 'কড়চা' নামে পরিচিত। 'চৈতন্যভগবত'- বৃন্দাবন দাস

'চৈতন্যমঙ্গল'- লোচনদাস

'চৈতন্যচরিতামৃত- কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১৭. ঐহিক এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. ঈদৃশ খ. পারত্রিক

গ. মাঙ্গলিক ঘ. আকস্মিক **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

বিপরীত শব্দ:

আকস্মিক- চিরন্তন

ঈদৃশ- তাদৃশ

ঐহিক- পারত্রিক

ঋজু- বক্র, বঙ্কিম

ঔজ্জ্বল্য- ম্লানিমা

১৮. অধিত্যকা- এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. উপত্যকা খ. ধিত্যকা

গ. পার্বত্য ঘ. সমতল **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা :

গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ:

অধিত্যকা- উপত্যকা

আবির্ভাব- তিরোভাব

বিশ্লেষ- আনকোরা

ঈশান- নৈর্ঋত

হরদম-হঠাৎ

ভার্যা-দয়িত

সমতল-বন্ধুর

১. **বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?**

(ক) বিভক্তি (খ) কারক

(গ) প্রত্যয় (ঘ) অনুসর্গ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সাথে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। যেমন: লোকে কি না বলে! এখানে (ক+এ বিভক্তি) যুক্ত হয়েছে। শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন; বাঘ+আ = বাঘা, কৃ+তব্য = কর্তব্য। বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন: দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে! বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। কারক শব্দটির অর্থ- যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। কারক ছয় প্রকার। ১। কর্তৃকারক: মেয়েরা ফুল তোলে। ২। কর্মকারক: নাসিমা ফুল দিয়ে লিখে। ৩। করণকারক: নীল কলম দিয়ে লেখে। ৪। সম্প্রদান কারক: ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। ৫। অপাদান কারক: গাছ থেকে পাতা পড়ে। ৬। অধিকরণ কারক: প্রভাতে সূর্য ওঠে।

২. **'গীর্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?**

(ক) ফারসী (খ) পর্তুগীজ

(গ) ওলন্দাজ (ঘ) পাঞ্জাবী **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ফারসি শব্দ: খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, বেহেশত, রোজা, কারখানা প্রভৃতি। ওলন্দাজ শব্দ: ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন প্রভৃতি। পাঞ্জাবি শব্দ: চাহিদা, শিখ প্রভৃতি। গীর্জা পর্তুগিজ ভাষার শব্দ। আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাদ্রি, বালতি প্রভৃতি ও পর্তুগিজ শব্দ।

৩. **কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়?**

(ক) ঐচ্ছিক-অনাবশ্যক (খ) কুটিল-সরল

(গ) কম-বেশি (ঘ) কদাচার-সদাচার**উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে। অপশন (খ), (গ), (ঘ) এর শব্দগুলো একে অপরের বিপরীত অর্থ বহন করে। বিপরীত শব্দগুলো: কুটিল- সরল, কম-বেশি, কদাচার- সদাচার। অপশন (ক) ঐচ্ছিক- অনাবশ্যক (বিপরীত অর্থ বহন করে না।

৪. **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক-বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি?**

(ক) তৃতীয়া বিভক্তি (খ) প্রথমা বিভক্তি

(গ) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ঘ) শূন্য বিভক্তি **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুলোর কারক চিহ্নিত করার জন্য শব্দের শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি ৭ প্রকার: প্রথমা বিভক্তি: অ, এ, (য়), তে, এতে প্রভৃতি। দ্বিতীয়া বিভক্তি: কে, রে, এরে প্রভৃতি। তৃতীয়া বিভক্তি: দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক প্রভৃতি। চতুর্থী বিভক্তি: (দ্বিতীয়ার মতো), কে, রে, জন্য, নিমিত্ত। পঞ্চমী বিভক্তি: হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি। ষষ্ঠী বিভক্তি: র, এর। সপ্তমী বিভক্তি: এ, য়, তে।

৫. **অভিরাম শব্দের অর্থ কী?**

(ক) বিরামহীন (খ) বালিশ

(গ) চলন (ঘ) সুন্দর **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অভিরাম (বিশেষণ পদ) শব্দের অর্থ সুন্দর, আনন্দদায়ক। উপাধান অর্থ বালিশ। বিরামহীন অর্থ অবিরাম, অশেষ। চলন (বিশেষ্য) অর্থ গমন, প্রস্থান।

৬. **শরতের শিশির-বাগধারার অর্থ কী?**

(ক) সুসময়ের বন্ধু (খ) সুসময়ের সঞ্চয়

(গ) শরতের শোভা (ঘ) শরতের শিউলি ফুল**উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কোনো শব্দ বা শব্দ- সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সে সকল শব্দ বা শব্দ- সমষ্টিকে বাগধারা বলে। শরতের শিশির বাগধারার অর্থ- সুসময়ের বন্ধু। আরও কিছু বাগধারা: অগ্নিশর্মা: (নিরতিশয় ক্রুদ্ধ)। অকড়িয়া: ধনহীন। অস্তব্যস্ত: অতি ব্যস্ত। অস্টাবক্র: কুৎসিত।

৭. **শিব রাত্রির সলতে-বাগধারাটির অর্থ কী?**

(ক) শিবরাত্রির আলো (খ) একমাত্র সঞ্চয়

(গ) একমাত্র সন্তান (ঘ) শিবরাত্রির গুরুত্ব**উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শিবরাত্রির সলতে বলতে বুঝায় পিতামাতার একমাত্র সন্তান বা এক মাত্র অবলম্বন বা একমাত্র বংশধর। আরও কিছু বাগধারা: উকর- বীকর = এলোপাথাড়ি। উদোগেঁড়ে = আলসে। উজুবাট = সোজা রাস্তা। ওষুধ পড়া = প্রভাব পড়া। এলাকাঁড়ি = অমনোযোগ দেখানো।

৮. **"প্রোষিতভর্তৃকা" শব্দটির অর্থ কী?**

(ক) ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী

(খ) যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে

(গ) ভূমিকে প্রোথিত তরুমূল

(ঘ) যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে**উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভর্ৎসনা প্রাপ্ত তরুনী/নারী- ভর্ৎসিতা। যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে- চিরন্ট। যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে তাকে প্রোষিতভর্তৃকা বল হয়। এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ। 'প্রোষিত' অর্থ প্রবাসী।

৯. **বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?**

(ক) কারক (খ) লিখিত

(গ) বেদনা (ঘ) খেলনা **উত্তর:** খ, ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি/প্রকৃতি। আর ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তকে কৃৎ- প্রত্যয় বলে।কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন কে গুণ ও বৃদ্ধি বলে। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ হচ্ছে খেলনা। এটি অনা-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ। অনা- প্রত্যয়:

√দুল্+অনা = দুলনা>দোলনা।

√খেল্ + অনা = খেলনা

√বাঁধ + অনা = রান্না।

√কাঁদ + অনা = কান্না।

১০. **Attested'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?**

(ক) সত্যায়িত (খ) প্রত্যয়িত

(গ) সত্যায়ন (ঘ) সংলগ্ন/সংলাপ**উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Certified এর বাংলা পরিভাষা প্রত্যয়িত। Attested এর বহুল ব্যবহৃত বাংলা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'সত্যায়িত'। সূত্র হিসেবে বাংলা একাডেমি English to Bengali dictionary উল্লেখ করা যেতে পারে। ড. শাহজাহান মনিরের বাংলা ব্যাকরণে Attestation শব্দটির বাংলা দেওয়া হয়েছে 'সত্যায়ন'।

১১. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**

(ক) প্রজ্বল (খ) প্রোজ্জল

(গ) প্রোজ্বল (ঘ) প্রোজ্জ্বল **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান- প্রোজ্জ্বল। আরও কিছু শুদ্ধ বানান: অধীনা, অনাথা, অধোগতি, আভ্যন্তর, ইতোমধ্যে, গোধূলি, অহোরাত্র, অধ্যয়ন, বিভীষিকা, পরিপক্ব, সস্ত্রীক, শুচিস্মিতা প্রভৃতি।

১২. **'জোছনা' কোন শ্রেণীর শব্দ?**

(ক) যৌগিক (খ) তৎসম

(গ) দেশী (ঘ) অর্ধ-তৎসম **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের জন্যে নানাভাবে তার রূপান্তর সাধন করা হয়। যৌগিক শব্দ: যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন: গায়ক = গৈ + নক (অক)- গান করে যে, কর্তব্য = √কৃ+তব্য যা করা উচিত। তৎসম শব্দ: যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। যেমন: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র ইত্যাদি। দেশি শব্দ: বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুন্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ বলে। যেমন: কুলা, গঞ্জ, ঠোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি প্রভৃতি। অর্ধ-তৎসম: বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো কে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যেমন: জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোষ্টম, কুচ্ছিত প্রভৃতি।

১৩. **"জিজীবিষা" শব্দটি দিয়ে বোঝায়–**

(ক) জয়ের ইচ্ছা (খ) হত্যার ইচ্ছা

(গ) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (ঘ) শোনার ইচ্ছা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। জয়ের ইচ্ছা : জিগীষা। হত্যার ইচ্ছা : জিঘাংসা। বেঁচে থাকার ইচ্ছা = জিজীবিষা। আরও কিছু বাক্য সংকোচন: নারীর কটিভূষন: রশনা। যে নারীর হিংসা নাই: অনসূয়া। যা বলা হচ্ছে: বক্ষ্যমাণ। যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না: অনির্বচনীয়। যা হবে- ভাবি।

১৪. **"সর্বাঙ্গীণ" শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়–**

(ক) সর্বঙ্গ + ঈন (খ) সর্ব + অঙ্গীন

(গ) সর্ব + ঙ্গীন (ঘ) সর্বাঙ্গ + ঈন **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'সর্বাঙ্গীন' শব্দের সঠিক প্রকৃতি- প্রত্যয় সর্বাঙ্গ+ ঈন। সর্বাঙ্গীন (বিশেষন পদ) এর অর্থ সম্পূর্ণ, নিঁখুত।

১৫. **অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়–**

(ক) বেতসবৃত্তি (খ) পতঙ্গবৃত্তি

(গ) জলৌকাবৃত্তি (ঘ) কুম্ভিলকবৃত্তি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয় কুম্ভিলকবৃত্তি। পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, বিপদ না বুঝে মনোহর বস্তুর মোহে ধাবিত হয়ে আত্মনাশ করাকে পতঙ্গবৃত্তি বলে। বেতসলতার ন্যায় নমনশীলতা কে বেতসবৃত্তি বলা হয়।

১৬. **"ঊর্ণনাভ"– শব্দটি দিয়ে বুঝায়–**

(ক) টিকটিকি (খ) তেলাপোকা

(গ) উইপোকা (ঘ) মাকড়সা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ঊর্ণনাভ একটি সংস্কৃত শব্দ। এটি বিশেষ্য পদ। ঊর্ন অর্থ মাকড়সা। ঊর্ননাভ মানে মাকড়সার নাভি।

১৭. **চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে?**

(ক) খ্রীষ্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম

(গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাগীতি বা চর্যাপদ। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন। চর্যাগীতি বা চর্যাপদ গানের সংকলন বা সাধন সংগীত যা বৌদ্ধ সহজিয়াগন রচনা করেন। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা। 'মহাসুখরূপ নির্বান লাভ' হলো চর্যার প্রধান তত্ত্ব। চর্যাপদ বৌদ্ধধর্মের মূলগত ভাবনার অনুসারী হলেও এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম।

১৮. **উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন?**

(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ

(গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের কবি/পদকর্তা কতজন এটা সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, ২৩ জন। ড. সুকুমার সেনের মতে, ২৪ জন, কবি/পদকর্তাদের নাম: আর্যদেবপা, কঙ্কনপা, কম্বলাম্বরপা, কাহ্নপা, কুক্কুরীপা, গুন্ডুরীপা, চাটিলপা, জয়নন্দীপা, ঢেণ্ডনপা, ডোম্বীপা,তান্তীপা, তাড়কপা, দারিকপা, ধর্ম্মপা, বিরূপা, বীণাপা, ভাদেপা, ভুসুকুপা, মহীন্ডাপা, লাড়িডোম্বীপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা। প্রশ্নে উল্লিখিতদের মধ্যে প্রাচীন যুগের কবি নন রমনীপাদ।

১৯. **উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?**

(ক) ময়মনসিংহ গীতিকা (খ) ইউসুফ জুলেখা

(গ) পদ্মাবতী (ঘ) লাইলী মজনু **উত্তর:**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ইউসুফ জোলেখা, পদ্মাবতী, লায়লী-মজনু এগুলো মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। শাহ মুহম্মদ

সগীর আবদুর রহমান জামি রচিত 'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা' থেকে বাংলায় 'ইউসুফ- জোলেখা' নামে অনুবাদ করেন। এ কাব্যের পটভূমি ইরান। মধ্যযুগের আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি সৈয়দ আলাওল রচিত অনুবাদ কাব্য (পদ্মাবতী)। দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত অনুবাদ কাব্য 'লায়লী-মজনু'। তিনি পারসিয়ান কবি জামির 'লায়লা ওয়া মজনুন' থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। এর উৎস আরবি লোকগাঁথা। উল্লিখিত রচনাগুলোর মধ্যে পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয় ময়মনসিংহ গীতিকা। এটি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ভাটি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে যে কবিতা বা গীত বা পালাগান প্রচলিত ছিল, সেগুলোকে মৈমনসিংহ গীতিকা বলে।

২০. **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত–**

(ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী

(গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি ছিলেন মূলত মিশ্র ভাষারীতি বা দোভাষী সাহিত্যের কবি। নরহরি চক্রবর্তী বৈষ্ণব পদকার হিসেবেই পরিচিত। বিপ্রদাস পিপিলাই ছিলেন সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি। তার রচিত কাব্যের নাম: মনসা বিজয়। জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস রচিত শ্রী-চৈতন্য দেবের গ্রন্থ 'চৈতন্য- ভাগবত'।

২১. **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?**

(ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা

(গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, চর্যাপদের ভাষা সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বা আলো-আধারীর ভাষা। ব্রজবুলি হলো বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এ ভাষার স্রষ্টা। এ ভাষা কখনো মানুষের মুখের ভাষা ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষা হলো একটি ঐতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দেবভাষা।

২২. **বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন–**

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাকে বিশ্বকবি উপাধি দেন। তার প্রথম প্রকাশিত কবিতার লাইন: মীনগণ দীন হয়ে ছিল সরোবরে/ এখন তাহারা

সুখে জলে ক্রীড়া করে। তার রচিত উপন্যাসসমূহ: করুনা, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, প্রজাপতির নির্বন্ধ, নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন প্রভৃতি। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত প্যারিচাঁদ মিত্র। তিনি ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের ভাবগুরু ডিরোজিওর শিষ্য। তার রচিত উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)। এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস। বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার সম্পাদিত পত্রিকা 'সবশুভকারী'। তার রচিত কিছু গ্রন্থ: প্রভাবতী সম্ভাষণ, বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবান প্রভৃতি। বাংলা আধুনিক উপন্যাস- এর প্রবর্তক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। এটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। তার রচিত অন্যান্য উপন্যাস: Rajmohon's wife, কপালকুন্তলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, আনন্দমঠ প্রভৃতি।

২৩. **"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।**
সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে।
সকাল বেলায় সলতে পাকানো"–
বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?

(ক) নৌকা ডুবি (খ) চোখের বালি
(গ) যোগাযোগ (ঘ) শেষের কবিতা**উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার। নৌকাডুবি (১৯০৬) একটি সামাজিক উপন্যাস,যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চোখের বালি (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এ উপন্যাসটিতে লেখক বিধবা বিনোদিনীকে জীবনের সকল কোলাহল এড়িয়ে, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রাধান্য দিয়ে কাশীর নির্লিপ্ত জীবনে নিক্ষেপ করেন। চরিত্র: আশালতা, মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। এটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের কিছু বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন: ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' কবিতার মাধ্যমে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দ্বীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো। বাক্যদ্বয় রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মাসিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশকালে এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ'।

২৪. **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?**

(ক) একটি কালো মেয়ের কথা
(খ) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
(গ) আয়নামতির পালা

(ঘ) ইছামতী **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। মাতৃত্বের গভীর ও আবেগী প্রকাশ এবং সাংসারিক জীবনের আকুতি এ উপন্যাসের বিষয়। তার রচিত অন্যান্য উপন্যাস: কর্ণফুলী, ক্ষুধা ও আশা, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, খসড়া কাগজ, স্বাগতম ভালোবাসা, ক্যাম্পাস প্রভৃতি। 'আয়না মতির পালা' নামে কোনো উপন্যাস নেই। তবে 'আয়না বিবির পালা' নামে একটা উপন্যাস রয়েছে শামসুর রাহমানের। এটি লোকিক গল্প বা কথন থেকে গ্রামীণ প্রেম বিশ্বাসের পটভূমিকায় মৌখিকভাবে রচিত। 'ইছামতি' উপন্যাসটি ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত। উপন্যাসটির রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'একটি কালো মেয়ের কথা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চলাকালে রচিত তার সর্বশেষ উপন্যাস '১৯৭১' উপন্যাসটি।

২৫. **'কালো বরফ' উপন্যাসটির বিষয়:**

(ক) তেভাগা আন্দোলন (খ) ভাষা আন্দোলন

(গ) মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) দেশভাগ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শওকত আলী রচিত তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস হলো 'নাঢ়াই'। এই উপন্যাসে গরিব কৃষকের ঘরে এক বালক সন্তানের অল্পবয়সী মা ফুলমতি বিধবা হলে শুরু হয় তার বাঁচার লড়াই। ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'। শওকত ওসমান রচিত 'আর্তনাদ'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস- আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত'। সৈয়দ শামসুল হক রচিত নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন। সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। 'কালো বরফ' উপন্যাসটির বিষয় 'দেশভাগ'। এটি ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে কেন্দ্র করে রচিত। মাহমুদুল হক রচিত এই উপন্যাসটিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-দাঙ্গা, দ্বেষ-ক্ষোভ এবং মিলন-বিরহ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

২৬. **ঢাকা প্রকাশ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে?**

(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(গ) শামসুর রাহমান(ঘ) সিকান্দার আবু জাফর **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাসিক 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি এলাহাবাদে কর্মরত থাকার সময় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ও আধুনিক কালের সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক 'প্রবাসী ' পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। শামসুর রাহমান ১৯৭৭ সালে 'দৈনিক বাংলা' ও 'সাপ্তাহিক

বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'সমকাল' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। এটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

২৭. **'জীবনস্মৃতি' কার রচনা?**

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা গদ্যে প্রথম আত্মজীবনী 'আত্মচরিত' (১৮৯১)। তার ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম: ব্যাকরণ কৌমুদী, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমমণিকা। বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তৃনাঙ্কুর'। নারীবাদী লেখিকা ও মুসলিম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তার রচিত গদ্যগ্রন্থসমূহ: মতিচূর, অবরোধবাসিনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: জীবনস্মৃতি, চরিত্রপূজা, ছেলেবেলা।

২৮. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?**

(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়**উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক। তার রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র ঠকচাচা। প্রমথ চৌধুরী মূলত একজন প্রাবন্ধিক। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' তার চলিত রীতির প্রথম গদ্য রচনা। 'নাট্যকার' হিসাবে পরিচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তার রচিত প্রথম নাটক 'সাজাহান', বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'নূরজাহান'। প্রথম বাঙালি সনেটকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা তিনিই। তার রচিত মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১ খ্রি.)। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

২৯. **"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" চরণ দু'টির রচয়িতা কে?**

(ক) চণ্ডীচরণ মুনশী

(খ) কাজী নজরুল ইসলাম

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঘ) মদন মোহন তর্কালঙ্কার **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চন্ডীচরণ মুনশী অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ব্রিটিশ ভারতের একজন বাঙালী লেখক। 'তোতা ইতিহাস' তার রচিত গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলাম। তার রচিত কবিতার বিখ্যাত পঙক্তি: মানুষেরে ঘৃণা করি, ও কারা কোরাণ বেদ বাইবেল চুম্বিহে মরি মরি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতার পঙক্তি- 'মরনরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। সে কখনো করে না বঞ্চনা। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি- চরণ দু'টির রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

৩০. **জসীমউদ্দীনের রচনা কোনটি?**

(ক) যাদের দেখেছি(খ) পথে-প্রবাসে

(গ) কাল নিরবধি (ঘ) ভবিষ্যতের বাঙালী**উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'পথে-প্রবাসে' অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত ভ্রমণকাহিনী। অন্নদাশঙ্কর রায় ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি ও চিন্তাবিদ। উপন্যাসসমূহ: সত্যাসত্য, আগুন নিয়ে লেখা, অসমাপিকা, পুতুল নিয়ে খেলা। জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলো- কাল নিরবধি। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের চিঠি, আমার একাত্তর। 'ভবিষ্যতের বাঙালি' এস.ওয়াজেদ আলি রচিত প্রবন্ধ। অন্যান্য প্রবন্ধ: অতীতের বোঝা, জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, আকবারের রাষ্ট্রসাধনা, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ। 'যাদের দেখেছি' পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত স্মৃতিকথা 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়'। তার রচিত আর একটি স্মৃতিকথা আত্মজীবনী: জীবনকথা।

৩১. **'কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না'- উক্তিটি কোন উপন্যাসের?**

(ক) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'

(খ) শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'

(গ) শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'

(ঘ) বঙ্কিমচনেদ্র 'রাজসিংহ' **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চোখের বালি'। সমাজ ও যুগযুগান্তরের সংস্কারের সাথে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ এ উপন্যাসের মূল সুর। উপন্যাসের পঙক্তি- অতল মন যে নাই বাইরে, তাকে তোমার চোখের বালিতে বন্ধু করে নিও। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'পথের দাবী'। এটি রাজনৈতিক উপন্যাস। পঙক্তি- এত ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আহে যে! শওকত ওসমান রচিত প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি'। এ উপন্যাসের পঙক্তি- শোন, হারুনুর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব।

৩২. **ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে?**

(ক) অক্ষয় কুমার দত্ত

(খ) এন্টনি ফিরঙ্গি

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(ঘ) কলম্বিসাসিংহ ঠাকুর **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন ভারতের একজন বাঙালি লেখক। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক। খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী, আঠার শতকের কাব্য ও বাংলা ভাষার কবি এন্টনি ফিরিঙ্গি। ইউরোপীয় ছিলেন বলে তিনি 'ফিরিঙ্গি' আখ্যা পান বিখ্যাত গান।

"আমি ভজন সাধন জানি নে মা
নিজে তো ফিরিঙ্গি"

'ডিরোজি'র শিষ্যরাই ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত। ইয়ংবেঙ্গলরা মূলত ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট বাঙলি যুবক। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী। প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত প্রমূখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাবস্থায় ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

৩৩. **'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়?**

(ক) ১৯২৩ সনে (খ) ১৯২১ সনে

(গ) ১৯১৯ সনে (ঘ) ১৯১৮ সনে **উত্তর: নোট**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'। এই কাব্যের অন্যতম কবিতা 'বিদ্রোহী'। এ কবিতার জন্যই তাকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়। 'বিদ্রোহী কবিতা'টি ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিজলী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৪. **'আগুন পাখী'– উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**

(ক) রাহাত খান (খ) হাসান আজিজুল হক

(গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) ইমদাদুল হক মিলন **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রাহাত খান ছিলেন বাংলাদেশের একজন কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ: ছায়াদম্পতি, শহর, হে শূন্যতা, হে অনন্তের পাখি, এক প্রিয়দর্শিনী প্রভৃতি। প্রখ্যাত নারী ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন রচিত উপন্যাসসমূহ: জলোচ্ছ্বাস, হাঙর নদী গ্রেনেড, যাপিত জীবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, কাকতাড়ুয়া, যুদ্ধ, কাঠকয়লার ছবি, অপেক্ষা প্রভৃতি। বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার ইমদাদুল হক মিলন। তার রচিত উপন্যাসসমূহ: যাবজ্জীবন, কালোঘোড়া, নূরজাহান, দুঃখ কষ্ট, এক দেশ, প্রিয় নারী জাতি প্রভৃতি। হাসান আজিজুল হক রচিত উপন্যাসসমূহ: আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান, বৃত্তায়ন, শিউলি, শামুক।

৩৫. **একুশের ফেব্রুয়ারীর বিখ্যাত গানটির সুরকার কে?**

(ক) সুবীর সাহা (খ) সুধীন দাস

(গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) আলতাফ মামুন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

একুশে ফেব্রুয়ারীর বিখ্যাত গানটি "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি" এ গানের গীতিকার আবদুল গাফফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে গানটি রচনা করেন। গানটির প্রথম সুরকার- আবদুল লতিফ। বর্তমান সুরকার- আলতাফ মাহমুদ।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ (চতুর্থ পর্যায়: ৩) - ২০১৯

১. **শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিরামচিহ্ন বসে?**

ক. সেমিকোলন খ. বিন্দু

গ. কমা ঘ. কোলন **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক) সেমিকোলন (;)- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একবাক্যে পরিণত করতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন: বাঙালিরা শর্করা বেশি খায়; এটাই কি তাদের অসুস্থতার কারণ? গ) কমা: তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমন- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২। বাড়ি বা রাস্তার নাম্বারের পর কমা বসে, যেমন- ৬৮, ফুলার রোড, ঢাকা-১০০০। কোলন: বাক্যের মধ্যে ব্যাখা বা উদাহরণ উপস্থাপনে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন- ভাষার দুটি রূপ: কথ্য ও লেখ্য। খ) বিন্দু (.)- শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ করতে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন- ড. মাকসুদ কামাল।

২. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**

ক. আমার কথাই প্রামান্য হলো

খ. আমার কথাই প্রমানীত হলো

গ. আমার কথাই প্রমান হলো

ঘ. আমার কথাই প্রমাণিত হলো **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক) এই বাক্যে প্রামান্য ভুল বানান। সঠিক প্রামাণ্য।

খ) এখানে 'প্রমানীত' বানানটি ভুল। প্রমাণিত সঠিক।

গ) কথা- শব্দটি কর্মবাচ্য হওয়ায় প্রমাণ করতে পারে না, হতে পারে। তাই, বাক্যটি ভুল।

ঘ) বাক্যটি সঠিক। অনুরূপ- আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে। যে বাক্যের ক্রিয়া কর্মকে অনুসরণ করে তাকে কর্মবাচ্য বলে।

৩. **'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু দ্বারা গঠিত–**

ক. বিদেশী খ. সংস্কৃত

গ. খাঁটি বাংলা ঘ. দেশি **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক) প্রধানত হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো বিদেশি ধাতু। যেমন- মাগ্, আঁট, খাট্, ডর্। গ) যে সকল ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি, সেগুলো- খাঁটি বাংলা ধাতু। যেমন- কাট্, কাঁদ, নাচ্, হাস, কহ। খ) সংস্কৃত ধাতু হলো- তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু। যেমন- পঠ্, গম্, কৃ, ধৃ, গঠ, হস্ ইত্যাদি।

৪. **'আজকে নগদ কালকে ধার'–এখানে 'আজকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?**

ক. কর্তায় ২য়া খ. করণে ২য়া

গ. অধিকরণে ২য়া ঘ. কর্মে ২য়া **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক) কর্তৃকারক : যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। খ) কর্তা যার সহায়তায় ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেটাই করণ কারক। যেমন- নারী কলম দিয়ে লিখে। কিসের দ্বারা? কলম দ্বারা। ঘ) যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাই কর্মকরক। যেমন- আমি রুমিকে কলম কিনে দিয়েছি। কাকে দিয়েছি ও কি দিয়েছি? কাকেও কি দিয়ে প্রশ্ন করণে কর্ম কারক পাওয়া যায়। গ) ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান বা কালকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন- আমি আগামীকাল বাড়ি যাব। কোথায়/কখন- এর উত্তর অধিকরণ কারক। উত্তর: অপশন গ।

৫. **'অনুচিত' শব্দটি কোন সমাস?**

ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয়

গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কর্মধারয় সমাস: যে সমাসে বিশেষণ পদের সাথে বিশেষ্য পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যে, যিনি, যা যেটি ব্যসবাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- মহতী যে কীর্তি- মহাকীর্তি। দ্বন্দ্ব সমাস: উভয়পদই বিশেষ্য। দ্বন্দ্ব সমাসে প্রত্যেকটি পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন- জমা ও খরচ। জমা-খরচ। বহুব্রীহি সমাস: সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, নতুন কোন পদকে বোঝায়, যেমন- আশীতে (দাঁতে) বিষ যার- আশীবিষ (সাপ)। নঞ্ তৎপুরুষ সমাস: না-বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই-নাই,নয়) পূর্বে বসে, যে তৎপুরুষ সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন- ন লৌকিক = অলৌকিক, নয় ধর্ম-অর্ধম। নয় আচার- অনাচার, নয় ভাঙ্গা = আভাঙ্গা, নয় উচিত = অনুচিত, ন ঐক্য- অনৈক্য, নয় আইনি = বেআইনি। নয় এক = অনেক, নয় কাঁড়া = আকাঁড়া, ন স্থির = অস্থির, নয় ক্ষত = অক্ষত, নয় পর্যাপ্ত = অপর্যাপ্ত।

৬. **'ওষ্ঠ্য' বর্ণ কোনগুলো?**

ক. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ খ. প, ফ, ব, ভ, ম

গ. ক, খ, গ, ঘ, ঙঘ. চ, ছ, ঝ, ঞ **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কণ্ঠ্য বর্ণ- অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

তালব্য বর্ণ- ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

মূর্ধন্য বর্ণ- ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

ওষ্ঠ্য বর্ণ- উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম।

কণ্ঠ্য তালব্য বর্ণ- এ, ঐ।

কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্ণ- ও, ঔ।

৭. **যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশীতে বেশি চাপ পড়ে সে ব্যঞ্জনগুলোকে বলে?**

ক. অল্পপ্রাণ খ. অধিকপ্রাণ

গ. স্বল্পপ্রাণ ঘ. মহাপ্রাণ **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অল্পপ্রাণ: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে। বর্গে ১ম ও ৩য় বর্ণ অল্পপ্রাণ। যেমন- ক, গ, চ, জ, ট, ড। মহাপ্রাণ: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয়। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। যেমন- খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ।

৮. **'কর্মভোগ এড়ানো যায় না'– এখানে 'কর্ম' কোন অর্থ প্রকাশ করে?**

ক. কর্তব্য খ. কৃতকর্ম

গ. কপাল ঘ. অনুষ্ঠিত **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কর্ম- কাজ- নিজ কর্মে মন দাও।

কর্ম- কৃতকর্ম- কর্মভোগ এজন্য যায় না।

কর্ম- বৃত্তি- বর্শ করে, আয় করতে হয়।

কর্ম- সামর্থ্য- ছেলেটি কোন কর্মের না।

কাঁচা- অপক্ক- কাঁচা হাতের লেখা।

কাঁচা- অদক্ষ- কাঁচা হাতের লেখা।

কাঁচা- মাটির তৈরি- বন্যায় কাঁচা ঘর-বাড়ি ভেসে গেছে।

কাঁচা- অশুষ্ক- কাঁচাকাঠ দিয়ে রান্না হয় না।

মুখ- সম্মান- তুমি বংশের মুখ রাখলে না। প্রত্যঙ্গ- আমরা মুখ দিয়ে খাই।

৯. **'বিচ্ছিন্ন' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. বি+ছিন্ন খ. বিৎ + চ্ছিন্ন

গ. বিৎ + ছিন্ন ঘ. বিচ্ + ছিন্ন **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

স্বরধ্বনি+ ছ = চ্ছ। যেমন- বি+ছেদ = বিচ্ছেদ, মুখ + ছবি =মুখচ্ছবি, এক+ছত্র = একচ্ছত্র।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধি:

ইত্যাকার = ইতি + আকার,

উপর্যুপরি = উপরি + উপরি

আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত,

যদ্যপি = যদি + অপি।

মস্যাধার = মসী + আধার

সতীশ = সতী + ঈশ।

অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট,

অভীপ্সা = অভি + ঈপ্সা।

মরূদ্যান = মরু + উদ্যান

ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী।

পাবক = পৌ + অক

প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ

পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ

অন্বেষণ = অনু + এষণ

অন্বিত = অনু + ইত

জাত্যভিমান = জাতি + অভিমান

উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত।

১০. **'দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ' কে কোন বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়?**

ক. রাবণের চিতা খ. রাহুর দশা

গ. বসন্তের কোকিল ঘ. অহিনকুল সম্বন্ধ **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রাহুর দশা = দুঃসময়, দুর্দিন।

বসন্তের কোকিল = সুসময়ের বন্ধু।

অহিনকুল সম্পর্ক = ভীষণ শত্রুতা

রাবণের চিতা = দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধি:- ইত্যাকার = ইতি + আকার, উপর্যুপরি = উপরি + উপরি, আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত, যদ্যপি = যদি + অপি, মস্যাধার = মসী + আধার, সতীশ = সতী + ঈশ। অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট, অভীপ্সা = অভি + ঈপ্সা। মরূদ্যান = মরু + উদ্যান, ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী। পাবক = পৌ + অক, প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ। পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ। অন্বেষণ = অনু + এষণ, অন্বিত = অনু + ইত। জাত্যভিমান = জাতি + অভিমান, উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত।

১১. **'একটু আগে যিনি এখানে এসেছিলেন তিনি আমার আত্মীয় নন'– কোন ধরনের বাক্য?**

ক. যৌগিক খ. সরল

গ. খণ্ড ঘ. জটিল **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যৌগিক বাক্য: যে বাক্যে ২টি স্বাধীন বাক্য এবং, ও , আর, অথচ, কিংবা, বরং, কিন্তু, ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- ঘুম থেকে উঠে আমি ঢাকায় যাবো।

জটিল বাক্য: যে-সে, যারা-তারা, যখন-তখন, যত-তত সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যুক্ত বাক্য, যেখানে ১টি অধীন বাক্য ও ১টি স্বাধীন বাক্য থাকে। যেমন- যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে। একটু আগে যিনি এসেছিলেন, এটা অধীন খন্ড বাক্য। তিনি আমার আত্মীয় নন- এটা স্বাধীন খন্ড বাক্য।

১২. **কোনটি সঠিক বানান?**

ক. উজ্জ্বল্য খ. ঔজ্জ্বল্য

গ. উজ্জ্বল্য ঘ. ওজ্জ্বল্য **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক বানান: উজ্জ্বল + য = ঔজ্জ্বল্য সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল- ব্যঞ্জন সন্ধি। কিছু গুরুত্বর্পূণ বানান: আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্বয়ংবর, সায়াহ্ন, প্রাণী, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিজগৎ, মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহকর্মী, সহমর্মিতা, অধিকারী, অধিকারিণী, তপস্বী, তপস্বিনী, স্থায়ী, স্থায়িত্ব, সত্বর, দূরীকরণ।

১৩. **বাংলা ভাষায় উপসর্গ কত প্রকার?**

ক. ৬ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উপসর্গ ৩ প্রকার। ক) খাঁটি বাংলা উপসর্গ (২১টি) । খ) সংস্কৃত উপসর্গ (২০)টি। বিদেশি উপসর্গ।

১৪. **কোন বানানটি অশুদ্ধ?**

ক. ব্রাহ্মন খ. মনকষ্ট

গ. সমীচীন ঘ. দারিদ্র **উ:**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা : প্রদত্ত প্রশ্নের ক, খ, ঘ অপশনের তিনটি বানানই অশুদ্ধ। প্রশ্নে যদি বলা হতো 'কোন বানানটি শুদ্ধ?' তখন উত্তর হতো 'গ'। কারণ, অপশনে প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে কেবল 'সমীচীন' শব্দের বানানই শুদ্ধ। বাকি অপশনগুলোর শুদ্ধরূপ হলো : ব্রাহ্মণ, মনঃকষ্ট ও দারিদ্র্য।

১৫. **'নামাজ, রোজা' কোন দেশি শব্দ?**

ক. ফারসি খ. উর্দু

গ. তুর্কি ঘ. আরবি **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

তুর্কি শব্দ: উজবুক, কাঁচি, চাকর, বাবুর্চি, বাবা, মুচলেকা, লাশ, চকমক, কুলি, কুর্ণিশ, উর্দি। আরবি শব্দ: খবর, কানুন, এজলাস, নিয়ম, খারিজ, বাকি, রায়, মহকুমা, কলম, কৈফিয়ত, দলিল, মজলুম, আসবাব, তুফান ইত্যাদি। ফারসি শব্দ: খোদা, নামাজ, রোজা, পেরেশান, ফেরেশতা, আমদানি, কারখানা, জবানবন্দি, নালিশ, ফরমান, আবহাওয়া, সুপারিশ, শালগম, সওদাগর, আসমান, রফতানি, তোশক।

১৬. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**

ক. দুরিভুত খ. দূরীভূত

গ. দুরিভূত ঘ. দূরিভুত **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান: অভ্যন্তরীণ, মনোহারিনী, অভিভূত, ক্ষীণজীবী, শ্রদ্ধাঞ্জলি, মনঃপুত, বিভীষিকা, মনঃকষ্ট, কূপমন্ডূক, উপর্যুক্ত, ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, শ্রদ্ধাস্পদ, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ, ভৌগোলিক, সমীচীন, পিপীলিকা, স্বায়ত্তশাসন, দারিদ্র, দরিদ্রতা।

১৭. **'শুদ্ধ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?**

ক. শান্ত খ. ভদ্র

গ. সুশীল ঘ. কোনোটি নয় **উ:**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ: পৃথিবী-অবনি, ক্ষিতি, অদিতি, বসুধা, মেদিনী, ধরণী, ধরিত্রী, ভূলোক। পর্বত: অদ্রি, ক্ষিতিধর, ভূধর, শৈল। মেঘ- জলদ, নীরদ, বলাহক, বারিদ। বায়ু- মরুৎ, অনিল, পবন, সমীরণ। বন- অটবি, অরণ্য, অরণ্যানী, কুঞ্জ, কান্তার।

ব্যাখ্যা : 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ নির্ভুল, নির্ভেজাল ইত্যাদি।

১৮. **'গরু ঘাস খায়'– এখানে 'খায়' কোন কালের উদাহরণ?**

ক. অতীত খ. সাধারণ বর্তমান

গ. ঘটমান বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান**উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সাধারণ বর্তমান: যে ক্রিয়া বর্তমান কালে নিয়মিত ঘটে। যেমন- ভোরে সূর্য উদয় হয়। বাঙালিরা ভাত খায়। গরু ঘাস খায়। ঘটমান বর্তমান: বর্তমানে যে কাজ চলমান আছে, তার কালকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন- আমি ভাত খাচ্ছি। সে বই পড়ছে।

১৯. **'যা আঘাত পায়নি'–এর বাক্য সংকোচন কি?**

ক. অনিরুদ্ধ খ. নির্ঘাৎ

গ. অনাঘাত ঘ. অনাহত **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যা আঘাত পায় নি- অনাহত। আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ।

যা পূর্বে শোনা যায় নি- অশ্রুতপূর্ব।

যা পূর্বে কখনো হয়নি- অভূতপূর্ব।
যা পূর্বে দেখা যায় নি- অদৃষ্টপূর্ব
যা সহজে জানা যায় না- অনুক্ত
যা বলার যোগ্য নয়- অকথ্য
যা প্রকাশ করা হয় নি-অব্যক্ত

২০. **বেগম রোকেয়া কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক. ১৮৭০ সালে গাইবান্ধা জেলায়
খ. ১৮৮১ সালে নীলফামারী জেলায়
গ. ১৮৮০ সালে রংপুর জেলায়
ঘ. ১৮৭৯ সালে রংপুর জেলায় **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
বেগম রোকেয়া: ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম। মতিচূর- তার প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ। অবরোধবাসিনী তার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। পদ্মরাগ ও সুলতানার স্বপ্ন- তার লেখা উপন্যাস। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ মৃত্যুবরণ করেন। ৯ ডিসেম্বর- রোকেয়া দিবস।